

দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ১৬-০৪-২০২৫ (পৃঃ ০৮)

সময় ও সারের সাশ্রয় করছে ব্রি রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টার

গাজীপুর প্রতিনিধি

কেজিএফ-বিকেজিইটি অর্থায়নে পরিচালিত সিজিপি প্রকল্পের 'ভ্যালিডেশন অ্যান্ড আপস্কেলিং অব রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টিং অ্যান্ড হারভেস্টিং টেকনোলজিস ইন দ্য সিলেক্টেড সাইটস অব বাংলাদেশ'-এর সমাপনী কর্মশালা গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে (ব্রি) অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. নাজমুন নাহার করিম। ব্রি মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেদুজ্জামানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ড. নাথু রাম সরকার, ব্রি পরিচালক (প্রশাসন) ড. মুনুজান খানম, পরিচালক গবেষণা (ব্রি) ড. মো. রফিকুল ইসলাম ও কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের সিনিয়র স্পেশালিস্ট ড. মো. মনোয়ার করিম খান। প্রকল্পের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভিআরটিএইচবি প্রকল্পের প্রধান গবেষক ড. মো. আনোয়ার হোসেন।

কর্মশালায় জানানো হয়, ব্রি উদ্ভাবিত 'রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টার কাম ফাটলাইজার অ্যাপ্লিকেটর'

প্রযুক্তির মাধ্যমে তিন বছরের ব্যবধানে হবিগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন মৌসুমে ১৮টি মাঠ পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। পরীক্ষায় দেখা যায়, মাটির গভীরে ২০-৩০ শতাংশ পর্যন্ত কম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করে যন্ত্রচালিত রোপণ পদ্ধতিতে ধানের ফলন সর্বোচ্চ পাওয়া যায়। পাশাপাশি এ প্রযুক্তির ফলে রোপণের খরচ ২০-২৫ শতাংশ কমানো এবং ধানের ফলন ১০-১৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব।

এ ছাড়া এই প্রকল্পের আওতায় ব্রি উদ্ভাবিত রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টার কাম ফাটলাইজার অ্যাপ্লিকেটর এবং মাল্টি-রো পাওয়ার উইডার যন্ত্রের পাশাপাশি বাংলাদেশের বিভিন্ন জনপ্রিয় হেড-ফিড ও হোল-ফিড কম্বাইন হারভেস্টারের কার্যকারিতা যাচাই, মূল্যায়ন, গবেষণা তথ্য সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ প্রদান করার পাশাপাশি হেড-ফিড ও হোল-ফিড কম্বাইন হারভেস্টার এবং রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টার কৃষক পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য বিজনেস মডেল তৈরি করা হয়; যা প্রযুক্তিসমূহের মাঠপর্যায়ে চালানোর উপযোগিতার মাধ্যমে টেকসই সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।